অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের
সশ্রদ্ধ নিবেদন

জয়দেব

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

= জয়দেব =

৺হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রখ্যাত নাটক অবলম্বনে

সংগঠনে :

পরিচালনা : ফণি বর্ম্মা।

চিত্রনাট্য ও সংলাপ : ফণি বর্ম্মা।

সুরশিল্পী : নচিকেতা ঘোষ।

চিত্রশিল্পী : বঙ্কু রায়।

শব্দযন্ত্রী : সমর বসু।

সম্পাদনা : বিশ্বনাথ মিত্র।

শিল্প-নির্দ্দেশনা : সত্যেন রায় চৌধুরী।

রসায়ণ : উমাচরণ মল্লিক।

প্রধান যন্ত্রশিল্পী ও কর্মসচিব : সরোজেন্দ্রনাথ মিত্র।

রূপায়নে :

অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, পাহাড়ী সান্যাল, শ্রীমান বিভু, দেবযানী, অনুভা গুপ্তা, পদ্মা দেবী, রমা দেবী, শ্যামলী চক্রবর্ত্তী, বেলা দেবী, বিকাশ রায়, শ্যাম লাহা, ভানু ব্যানার্জ্জী, হরিধন মুখার্জ্জী, অমর রায়, বিজয় বসু, সন্তোষ সিংহ, শশাঙ্ক সোম, শিশির মিত্র, জয়নারায়ণ, পঞ্চানন, তুলসী চক্রবর্ত্তী ও আরো অনেকে।

কণ্ঠ-সংগীতে :

অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, নচিকেতা ঘোষ, সতীনাথ মুখার্জ্জী, দ্বিজেন মুখার্জ্জী, শ্যামল মিত্র, উৎপলা সেন, গায়ত্রী বসু, প্রতিমা ব্যানার্জ্জী ও আরো অনেকে।

সহকারীগণ :

পরিচালনায় : প্রবোধ সরকার, বিজয় বসু, বিমল শী। সংগীতে : অমৃত শেঠ। চিত্রগ্রহণে : বিজয় গুপ্ত, কমলেশ রায় চৌধুরী, বিজয় রায়। শব্দগ্রহণে : অনিল দাশগুপ্ত, অমর চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনায় : প্রণব ঘোষ। আলোক-সম্পাতে : দেবু মণ্ডল, ধীরেন দাস। দৃশ্য-সজ্জায় : রবি ঘোষ, প্রফুল্ল মল্লিক। রূপসজ্জায় : বসন্ত দত্ত, গনেশ দাস। রসায়নাগারে : রবি মজুমদার, অনিল মুখার্জ্জী, হারাধন দাস, সুশান্ত মাইতি, সুধাংশু ব্যানার্জি।

জয়দেব

"গাঢ় অন্ধকার রাত। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। মাধব ভয় পেয়েছেন, রাধে! তাঁকে গৃহে পৌঁছে দিয়ে এস—"

কদম্ব খণ্ডীর ঘাটে বসে কবি জয়দেব যে দিন এ গান গেয়ে উঠলেন, সেদিন আকাশ ছিল সত্যিই মেঘমেদুর--অজয়ের বুকে কেন্দুবিল্ব গ্রামের ছবি বিষাদ-করুণ।

শুধু বন্ধু পরাশরের মুখে দেখা দিল বিচিত্র আলোক। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, "তার পর, জয়া, তার পর?"

কি উত্তর দেবেন জয়দেব? মনে আকাঙ্খা হরি গুণ গান গেয়ে জগতের লোককে মোহিত করেন; কিন্তু যতখানি ভক্তি আর নিষ্ঠা থাকলে সেটা সম্ভব, তা ত নেই তাঁর

ভক্তের এ মর্ম্মবেদনা বুঝি ভগবানকে বিচলিত করল।

অজয়ের জলে অবগাহন করতে নেমে জয়দেব পেলেন অপরূপ এক বিগ্রহ। রাধামাধবের দিব্য লীলার প্রতিচ্ছবি।

সাড়া পড়ে গেল গ্রামে। পরাশর একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন আনন্দে। সারাদিন কাটিয়ে দিলেন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জল্পনা কল্পনায়। ঘরে যে এককণাও চাল নেই—পত্নী বিমলা যে তাঁরই পথ চেয়ে বসে আছে, সেকথা একবারও মনে পড়ল না।

এ-ঘটনা অবশ্য বিমলার বিবাহিত জীবনে নতুন নয়। তাই বেশ খানিকটা রাতে স্বামী ঘরে ফিরলে জিভ তার আগুনবৃষ্টি করে চলল; কিন্তু বোঝা গেল, অন্তর চাইছে পতিসেবায় সার্থক হতে।

গ্রামের শৈব আর শাক্তের দল জয়দেবের ওপর কোন দিনই প্রসন্ন ছিল না; তাই বিগ্রহ প্রাপ্তির খবরটা শুনে তারা হেসেই উড়িয়ে দিল, কিন্তু এরপর যখন কানে এল মন্দিরের চাল ছাইবার সময় বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং খড় জুগিয়েছেন জয়দেবকে, তখন আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে উঠল তারা। কৃষ্ণ প্রেমের বন্যায় বুঝি সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়!

সুদূর দাক্ষিণাত্যেও দেখা গেল সে বন্যার ঢেউ। সুদেবের গৃহে বসে কন্যা পদ্মাবতীর হাত দেখতে দেখতে জ্যোতিষী ঠাকুর বললেন

"ভক্ত শ্রেষ্ঠ এক অমর কবি হবেন তোমার স্বামী—"

আশ্বাসের হাসি হাসলেন গুরুদেব। কন্যা হবে তাঁর মহাপ্রভুর নিকট নিবেদিত। শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরে দাঁড়িয়ে সেই প্রতিশ্রুতিই তিনি দিয়ে এসেছেন। আর কোন কারণেই তিনি তা লঙ্ঘন করতে পারেন না।

অলক্ষ্যে বসে নিয়তি হয়ত সে দিন হেসেছিল।

নইলে জয়দেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিনে বিনামেঘে এমন বজ্রাঘাত হ'বে কেন?

অনুষ্ঠান সবেমাত্র শেষ হয়েছে। ভক্তের দল তন্ময় হয়ে শুনছে জয়দেবের স্বরচিত গান "চন্দন চর্চ্চিত নীল কলেবর......", এমন সময় দিগম্বর হাঁফাতে হাঁফাতে এসে জানাল জয়দেবের বাবা ভোজদেব অকস্মাৎ পীড়িত হয়ে পড়েছেন।

সকলে ছুটলেন মুমূর্ষু ভোজদেবের শয্যা পার্শ্বে। মৃত্যুর পূর্ব্বে একটি মাত্র কথাই ছেলেকে বলতে পারলেন তিনি "তোকে অঋণী করে যেতে পারলুম না, জয়—"

ঋণ ছিল নিরঞ্জন দত্তের কাছে। খবর পেয়ে ছুটে এল সে। ভিটে বিক্রীর কবলাখানা মেলে ধরে বললে "দাও, সই করে দাও।"

বিনা দ্বিধায় সই করে দিলেন জয়দেব। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে নিরঞ্জনের ঘরের চালেও আগুন ধরে গেল। ভেতরে পুড়ে মরতে বসেছে তার একমাত্র মেয়ে। মায়ের বুকফাটা কান্নায় বুঝি আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হয়ে যায়।

ছুটে এলেন জয়দেব। সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলন্ত আগুনের মধ্যে। দীপ্ত লেলিহান শিখা কে যেন মন্ত্রবলে স্তিমিত করে দিল। সকলের স্তম্ভিত দৃষ্টির মাঝে, মেয়েকে বুকে নিয়ে অক্ষত দেহে বেরিয়ে এলেন জয়দেব।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতই। শৈব আর শাক্তের দল ঈর্ষায় হিংস্র হয়ে উঠল। একদিন গভীর রাতে তারা হানা দিল মন্দিরে। নির্ম্মম অত্যাচার করল জয়দেবের উপর। তাঁর রাধামাধবের বিগ্রহ চূর্ণ করে ফেলে দিল অজয়ের জলে।

হয়ত এ কোন মহত্তর সম্ভাবনার ইঙ্গিত। তাই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং হাতছানি দিয়ে ডাকলেন মূর্চ্ছিত প্রায় ভক্তকে। অসমাপ্ত গীতগোবিন্দের পুঁথি বুকে করে জয়দেব বেরিয়ে পড়লেন শ্রীক্ষেত্রের পথে।

ওদিকে সুদেবও কন্যা পদ্মাবতীকে নিয়ে রওনা হলেন শ্রীক্ষেত্রের উদ্দেশে। মানস পরিশোধ তাঁকে করতেই হবে।

জয়দেবকে গ্রামের কোথাও খুঁজে না পেয়ে পরাশর আর দিগম্বর খুঁজতে যাবেন, কিন্তু বাধা দিল বিমলা। অশ্রু বিহ্বল কণ্ঠে বলল "আমার দশা ?"

বিমলার মনের এ বাধা বুঝে শ্রীকৃষ্ণ দেখা দিলেন কিশোর বেশে। গানের সুরে শুধোলেন "কার তরে তুই কাঁদিস, মাসি....."

ধরা দিতে চায় না বলেই পালিয়ে বিমলা আত্মরক্ষা করল।

জয়দেব যখন শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরে গিয়ে পৌঁছলেন মহাপ্রভুর দর্শন কামনায়, দ্বার তখন বন্ধ হয়ে গেছে। তাঁর ব্যাকুলতায় পাণ্ডাদের কঠিন চিত্ত গলল না।

বেত্রাঘাতে জর্জরিত করে তারা জয়দেবকে ফেলে দিল মন্দিরের বাইরে। প্রহারের প্রতিটি চিহ্ন পরিস্ফুট হ'য়ে উঠল মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে। জয়দেব বুঝলেন এ তাঁর পরীক্ষা। দেহ ক্ষত বিক্ষত। ওঠবার শক্তি নেই। মুখে শুধু করুণ আকুতি "প্রভু, একবার দেখা দাও -"

নৃত্য গীতের পরীক্ষা দিয়ে পদ্মাবতী পিতার সঙ্গে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছিল। জয়দেবের করুণ বিলাপ শুনে দয়া হ'ল। সাহায্য করল তাঁকে মহাপ্রভুদর্শনে।

সার্থক হল জয়দেবের জীবন ; কিন্তু আঘাতের বেদনায় তিনি জ্ঞান হারালেন।

সুদেব তাঁকে নিয়ে এলেন নিজের বাসায়।

পথের মানুষ পেলেন ঘর। সেবায় শুশ্রূষায় তাঁকে সুস্থ করে তোলাই হল পদ্মাবতীর সাধনা।

জয়দেব শুধু সুস্থই হলেন না, মুগ্ধ হয়ে গেলেন পদ্মাবতীর মধ্যে শ্রীমতীর রূপ দেখে। কল্পনার সঙ্গে মিশে গেল অনুভূতি। তাই গীত গোবিন্দ লিখতে বসে গেয়ে উঠলেন "প্রথম সমাগম চকিতয়া....."

তবু সন্দেহ জাগে মনে। রাধাকৃষ্ণের মধুর দিব্য লীলা রচনা করতে গিয়ে কেন বারবার পদ্মাবতীর মুখখানাই ভেসে ওঠে পুঁথির পাতায় ?

শঙ্কায় আত্মগ্লানিতে বুক তাঁর ভরে ওঠে। গীতগোবিন্দের অমর্যাদা করেছেন ভেবেই পুঁথিখানা নিক্ষেপ করলেন সমুদ্রের জলে; কিন্তু পরক্ষণে শঙ্খচক্রধারী নারায়ণ ঢেউএর বুক থেকে উঠে এলেন পুঁথি হাতে। জয়দেবকে প্রত্যার্পণ করে নির্দেশ দিলেন আরব্ধ কাজ শেষ করতে।

এই অভিনব দৃশ্যের সাক্ষী রইলেন পরাশর এবং দিগম্বর। জয়দেবের সন্ধান পেয়ে তাঁরা সেই মাত্র সমুদ্র তীরে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

ওদিকে পদ্মাবতীর অভিষেকের মুহূর্তে দৈববাণী হল "আমার পরম ভক্ত জয়দেবের হাতে তোমার কন্যাকে সম্প্রদান কর, সুদেব—"

ঠিক সেই সময় বন্ধুকে নিয়ে জয়দেব এলেন মন্দিরে। শ্রীক্ষেত্র থেকে বিদায় নেবার পূর্বে একবার শেষ দর্শন করে যেতে চান। কৃতার্থ সুদেব তাঁর হাতেই কন্যাকে সম্প্রদান করে মিশে গেলেন রাতের অন্ধকারে।

পথ শেষ হল ঘরে। বন্ধনের মাঝেই কবি জয়দেব পেলেন মুক্তির সন্ধান। এতদিন যা ছিল দুরূহ, তাই হল সরল। হৃদয়ের কুঞ্জবনে চলে শ্রীমতীরূপী পদ্মাবতীর নিত্য অভিসার। তাই লেখনী দিয়ে অমৃতাক্ষরে "যদসি যদি কিঞ্চিদপি, দন্তরুচি কৌমুদী....." লিখলেন।

যশ তাঁর ক্রমে দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল।

গৌড়ের রাজধানী লক্ষণাবতীতে ব'সে, জয়দেবের সে গান শুনে রাজা লক্ষ্মণ সেন বিমোহিত হলেন। রাণী তন্দ্রা চাইলেন এমন কবিকে মধ্যমণি করে রত্নহার গাঁথতে।

ছদ্মবেশে রওনা হলেন তাঁরা কেন্দুবিল্বের উদ্দেশে।

সারা গ্রাম তখন উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকিয়ে আছে জয়দেবের মুখের দিকে। "গীতগোবিন্দ" বুঝি আর সমাপ্ত হল না। কবির মনে জেগেছে সংশয়—সঙ্কোচ। খোলা পুঁথির পাতায় লেখা—"স্মর গরল খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং....."

তারপর? কি দিয়ে তিনি পাদ পূরণ করবেন? মন যা বলতে চায়, লেখনীর মুখে তা ফুটতে চায় না। দ্বিধায় হাত বারবার কেঁপে ওঠে।

কি লিখতে চেয়েছিলেন ভক্ত কবি? সে পাদ পূরণ কি কোন দিন হয়েছিল? যদি হয়ে থাকে ত কে তা পূরণ করল? রাজা লক্ষ্মণ সেন আর রাণী তন্দ্রার রত্নহার গাঁথার স্বপ্ন কি কোন দিন সফল হয়েছিল? এর পর—রূপালী পর্দায়।

জয়দেবের গান

১

পরাশর

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণীধারণ কিণচক্র-গরিষ্ঠে
কেশবধৃত কূর্মশরীর জয় জগদীশ হরে
জয় জগদীশ হরে
বসতি দশন শিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না
কেশবধৃত শূকররূপ জয় জগদীশ হরে
জয় জগদীশ হরে।

২

পরাশর

তব কর কমল বরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গম
দলিত-হিরণ্য-কশিপু তনু ভৃঙ্গম
কেশবধৃত নরহরি রূপ, জয় জগদীশ হরে
জয় জগদীশ হরে—
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদনখ — পদনখ — পদনখ

৩

পরাশর

রাধে লয়ে রাই কিশোরী দাঁড়াও ওহে বংশীধারী
রাধে লয়ে রাই কিশোরী
নয়ন মুদে হেরব হৃদি মাঝে দেখি কেমন সাজে
এ আমার হৃদি বৃন্দাবন
রাধে লয়ে রাই কিশোরী দাঁড়াও ওহে বংশীধারী
রাধে লয়ে রাই কিশোরী
মানস তুলসী চন্দন দিব হে শ্রী মধুসূদন
আমার মনে এই অভিলাষ আছে
আমি চন্দন দিব
এই অনুরাগে রাগ মিশায়ে
চরণে দিব
এই দেহ তুলসী করে
এ দেহ তুলসী করে
এই আমার হৃদি বৃন্দাবন
রাধে লয়ে রাই কিশোরী
দাঁড়াও ওহে বংশীধারী রাধে লয়ে রাই কিশোরী

৪

জয়দেব

ললিতলবঙ্গলতা—
পরিশীলনকোমলমলয়সমীরে
ললিতলবঙ্গলতা

মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিল—
কূজিতকুঞ্জকুটিরে
ললিতলবঙ্গলতা
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে
নৃত্যতি যুবজনেন সমং সখি
বিরহি জনস্য দুরন্তে।
ললিতলবঙ্গলতা
উন্মদমদন মনোরথপথিক—
বধূজন জনিত বিলাপে।
অলিকুলসঙ্কুলকুসুমসমূহ—
নিরাকুলবকুলকলাপে

৫

জয়দেব :

চন্দনচর্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী
চন্দনচর্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী

সমবেত :

চন্দনচর্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী
চন্দনচর্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী

জয়দেব :

কেলিচলন্মনিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী
কেলিচলন্মনিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী

সমবেত :

কেলিচলন্মনিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী
কেলিচলন্মনিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী

জয়দেব :

পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্
পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্

সমবেত :

পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম
গোপবধূরনু গায়তি কাচিদুদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্
কাপিবিলাসবিলোল বিলোচনখেলনজনিত—
মনোজম্

জয়দেব :

চন্দনচর্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী

৬

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে
জয় জগদীশ হরে
জয় জগদীশ হরে

৭

পদ্মাবতী

আমায় কি দিয়ে সাজাবি মা আমি হব নাতো
গৃহবাসিনী
কোন প্রয়োজন রজত কাঞ্চন হইলে গো
সন্ন্যাসিনী
আমায় কি দিয়ে সাজাবি মা আমি হব নাতো
গৃহবাসিনী

ছাই ভস্ম তার হয় অলঙ্কার পারিবে কি দিতে

সেই উপহার

পার যদি দাও সেভাবে সাজাও কাঁদিওনা

অভাগিনী

কেন কাঁদিওনা অভাগিনী

আমায় কি দিয়ে সাজাবি মা আমি হব নাতো

গৃহবাসিনী

আমায় কি দিয়ে সাজাবি মা।

৮

শ্রীকৃষ্ণ

কার তরে তুই কাঁদিস মাসী কার তরে তুই

কাঁদিস

একলাটী এ মাঠে

তোর কেউ নেই এখানে তাই আপন মনে

কার তরে তুই ভাবিস মাসী কার তরে তুই

ভাবিস

৭

এ একটা মজা বটে

মোয়া দিবি বলেছিলি কেন গো মাসী ভুলে গেলি

কিসে এমন বাথা পেলি বল নারে মুখ ফুটে

মায়ের বোন মাসী যে তুই বুকটা আমার ফাটে

কার তরে তুই কাঁদিস মাসী কার তরে তুই

কাঁদিস

একলাটী এ মাঠে।

৯

জয়দেব

নিভৃত নিকুঞ্জ গৃহং গতয়া নিশি

রহসি নিলীয় বসন্তং

চকিত বিলোকিত সকল দিশা-রতি রভস

ভারন হসন্তম্

১০

প্রথম সমাগম লাজ্জতয়া পটু চাটু

শতৈরনুকুলম্

মৃদু-মধুর-স্মিতি-ভাবিতয়া শিথিলীকৃত

জঘন-দুকুলম্

১১

জয়দেব

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্।

ন কুরু নিতম্বিনী গমন বিলম্বন মনুসর তং হৃদয়েশম্

ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী

পীনপয়োধর পরিসরমর্দন চঞ্চল করযুগশালী

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্

রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং

পশ্যতি তব পন্থানম্।

মুখর মধীরং ত্যজ মঞ্জীরং

রিপুমিব কেলিষু লোলম্

চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং

শীলয় নীল নিচোলম্

১২

শ্রীকৃষ্ণ

আমার রাধা নামের সাধা বাঁশী বাজরে বারেক

বাজরে বাঁশ

বাঁধা সুরে বাজিস ওরে আমার ভাবের ভাবুক

আসছে আজ

১১

জয়দেব

বাঁশী বাজত বাজত রাধা রাধা

যার জন্যে বই নন্দের বাঁধা

সেই রাধা নাম ভুলিস্ কেন, কিসে পাসরে বাধা

ও তোর রাধা বুলি কে নিল হরে

কে করলে বল এমন কাজ বাজরে বারেক

বাজরে বাঁশ

আমার রাধা নামে সাধা বাঁশী বাজরে বারেক

বাজরে বাঁশ।

১৩

জয়দেব

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী

হরতি দরতিমিরমতিঘোরম

ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা

রোচয়তু লোচনচকোরম্।

১৪

পরাশর

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ী মানমনিদানম।
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খর নয়নশরঘাতম্।
বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্ত-রুচি-কৌমুদী
হরতি দর তিমির মতি ঘোরম্

১৫

ভবদেব

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্ (রাধে
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্
নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনম
ধারয়তি কোকনদরূপম্
রাধে ধারয়তি কোকনদরূপম্

কুসুম-শর-বাণ-ভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্ (রাধে)
বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতি দর তিমির মতি ঘোরম্।

১৬

পরাশর

এই বলে নূপুর বাজে—
(শোন্) এই বলে নূপুর বাজে।
সাজ সাজ সাজ ছাড়ি গৃহ কাজ
কিবা ফল কাল বাজে
এই বলে নূপুর বাজে।

১৭

শ্রীকৃষ্ণ

আমি কর্ণধার ভবপারাবার
করে দেব পার কি ভাবনা আর

যদে আমি কর্ণধার ভবপারাবার
করে দেব পার কি ভাবনা আর
মায়া মোহ ভ্রান্তি—
(তবে) মায়া মোহ ভ্রান্তি রাখিয়ে বিকার
আয় তোরা—
তোরা আয়রে ভিখারী সাজে
এই বলে নূপুর বাজে
(শোন) এই বলে নূপুর বাজে

১৮

বৃন্দ মিশ্র

গীতকি গঙ্গা বহাকর
জগকো তু নহলায়ে যা
গায়ে যা তু গায়ে যা
ছেড় করকে তার দিলকে
গায়ে যা তু গায়ে যা
ওঠ উঠে ধরতি তেরি

ধুন শুনকে মনে উঠে ও গগণ
হয় এক বস্তু হো জগৎ কি
তেরিহি শরমে মগন
বাগকা রস পান অমৃত
কানোমে টপকায়ে যা
গায়ে যা তু গায়ে যা
যায় মীরাবু অমর যোতি
কৃষ্ণ তু পড়ে গিরা
হে কৃষ্ণ তু পড়ে গিরা
পাস হাঁ ও পাস উনকি
মোর আশ্রয়ান মে বুঝা
হে কৃষ্ণ তু পড়ে গিরা
কৃষ্ণ তু পড়ে গিরা।

১৯

পরাশর

যদি হরি স্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্

মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্

২০

পরাশর ও সমবেত

পরাশর—স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণি—
মঞ্জরি

সমবেত—স্ফুরতু কুচ কুম্ভয়োরুপরি মণি
মঞ্জরী

পরাশর—রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্
সমবেত—রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্
পরাশর—রসতু রসনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে
সমবেত—রসতু রসনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে
পরাশর—ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্
সমবেত—ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্
পরাশর—স্থলকমলগঞ্জনম্ মম হৃদয়রঞ্জনম্
সমবেত—স্থলকমলগঞ্জনম্ মম হৃদয়রঞ্জনম্

পরাশর—জনিত-রতি-রঙ্গ পরভাগম্
সমবেত—জনিত-রতি-রঙ্গ পরভাগম্
পরাশর—রাধে জনিত-রতি-রঙ্গ পরভাগম্
সমবেত—রাধে জনিত-রতি-রঙ্গ পরভাগম্
পরাশর—স্মর-গরল-খণ্ডনম্
মম শিরসি মণ্ডনম্
সমবেত—স্মর-গরল-খণ্ডনম্
মম শিরসি মণ্ডনম্।

২১

জগন্নাথদেবের পাণ্ডা ও সমবেত

পাণ্ডা—স্মর-গরল খণ্ডনম্
মম শিরসি মণ্ডনম্
সমবেত—স্মর-গরল খণ্ডনম্
মম শিরসি মণ্ডনম্
পাণ্ডা—দেহি পদ-পল্লব-মুদারম্
সমবেত—দেহি পদ-পল্লব-মুদারম্

- অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের আগামী চিত্র নিবেদন -

সমাপ্তি পথে

রাইকমল

কাহিনী • তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচালনা • সুবোধ মিত্র

সঙ্গীত • পঙ্কজ মল্লিক

চরিত্র

কাবেরী বোস • নীতিশ • উত্তম • চন্দ্রাবতী • সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

•

পরিশোধ

কাহিনী ও চিত্রনাট্য • প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রযোজনা • পরিচালনা • সুকুমার দাশগুপ্ত

সঙ্গীত পরিচালনা • রবীন চট্টোপাধ্যায়

রূপায়ণে

ছবি • ধীরাজ • জহর

মঞ্জু দে • অনুভা • মালতী

গোধূলি

কাহিনী • নরেন্দ্রনাথ মিত্র

পরিচালক • কার্তিক চট্টোপাধ্যায়

চরিত্র

দীপ্তি রায় • নির্মলকুমার • জহর • তুলসী

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় • মালিনা

•

অনুরূপা দেবীর **মহানিশা** সুকুমার দাশগুপ্তের পরিচালনায়—গঠন পথে।

রূপায়ণে : বাঙ্গলার সর্ব্বজনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ।

অরোরার পক্ষ হইতে শ্রীসত্যকিংকর রায় কর্তৃক সম্পাদিত ও ১২৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এবং মহাজাতি আর্ট প্রেস, ১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫ হইতে মুদ্রিত।